বিবরবাসী

আমাকে পালাতে হল বেসামাল তরুণীর মতো
সুজন দুর্জন ভুলে অতর্কিতে, গোপনে শরীর
ছায়ার লুকিয়ে রেখে অসম্ভব অঙ্গ সঞ্চালনে
বন্ধু থেকে বহু দূরে গান থেকে, বরাভয় থেকে
সামান্য সৌজন্য থেকে রসাতলে, উত্তরাধিকার
পদক্ষেপে চূর্ণ করে রাজপথে ছুটে গেল যারা
আগুন জ্বালল কত ঘরবাড়ি পুড়িয়ে পুড়িয়ে
নিরাপদে লুঠ করে ভয়ার্তকে প্রাণে মেরে দিয়ে
শ্বাপদের মত যারা তাড়া খেয়ে পালায় বিবরে
তাদের পায়ের দাগ ধরে চোরা গলিপথে
বন্ধুদের বিপদের মুখে রেখে দিয়ে প্রাণভয়ে
আমাকে পালাতে হল সুগঠিত আপন বিবরে।

আমিও বিবর বাসী! রাজপথে সেয়ানা সন্তান
নির্বপনে বাধা দেয়, ধূ ধূ জ্বলে আগুনের শিখা।

দোষ কার

শ্মশানযাত্রীরাও ফিরে আসে
ট্রাফিক সিগন্যাল ভাঙা পড়ে আছে
পুলিসের পাত্তা নেই
যে যার ইচ্ছে মত গাড়ি নিয়ে আগে যেতে চায়।

দোষ কার? সবাই বিচার করে।

রাস্তার জেব্রার দাগ উপেক্ষিত
কত লোক পথ হাঁটা
কত কথা নীরবতা
ভুল করা ভুল ভেঙে চলা।

কার দোষ! সবাই বিচার করে।
দোষ কার ঘরে!

অথচ বন্ধ ঘর ফোন বেজে যায়।

অশোক পালিত
কবিতাগ্রন্থ 'শূন্য হাতে সাধখানি' থেকে সংকলিত